নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৪ পৃ: ১-২
© ২০০৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবিজ্ঞান কিভাবে পড়ব

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর*

পাশ্চাত্যের নৃবিজ্ঞান তার ডালাপালার বিকাশে দর্শন ও ইতিহাসের সাহায্য পেয়েছে। এই বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দর্শন ও ইতিহাস বিভাগ বড় একটা ভূমিকা রেখেছে। এই কথাটা বাংলাদেশের জন্য কত্টুকু সত্য? বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও ইতিহাস বিভাগ নৃবিজ্ঞানের বিকাশে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে? ভূমিকা রাখেনি। সে জন্য কি জ্ঞান যতটা পাশ্চাত্য নির্ভর ততটা স্বদেশ নির্ভর নয়? বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানের মাঠ নির্ভরতা কৌশল, সামাজিক পরিসর এবং প্রতীকি ক্ষমতার কথা যদি ভাবি, তাহলে, স্বদেশ নির্ভর জ্ঞান পিছনে হটে যায়। আমাদের নৃবিজ্ঞানীরা কি নতুন দার্শনিকের ভূমিকা নেবে। কিংবা নতুন ইতিহাস চর্চার দিকে অগ্রসর হবেন। তারা কি পাশ্চাত্যের বিশাল বিস্তৃত জ্ঞান ভান্ডার লুণ্ঠন করে বাংলাদেশকে পশ্চিম থেকে দূরে সরিয়ে আনবেন, তারা কি অগ্রসর হবেন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিপরীতে, যেমন অগ্রসর হয়েছেন ফুকো, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে এবং বিরুদ্ধে, বিশ্ববিদ্যালয় যেসব ভায়োলেন্স লুকিয়ে রাখে তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বুর্জোয়ারা যাই কিছু ইনহেরিট করেছে সেসব ভাংচুর করে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপোষ না করে , আডর্নো সেমন করেছেন।

পশ্চিম পৃথিবীতে, বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ক্ষেত্রে, দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের দূরত্ব কমে এসেছে? বরং দর্শন ও ইতিহাস, নৃবিজ্ঞানকে পুষ্ট করেছে। নৃবিজ্ঞানের মাঠ নির্ভরতা, কৌশল, সামাজিক পরিসর বাংলা এবং প্রতীকি ক্ষমতার দার্শনিক পটভূমি ও ঐতিহাসিক পরিসর অন্য জ্ঞান থেকে এসেছে। লেভিস্ট্রাউস নৃবিজ্ঞানের চর্চা মূলত দর্শন চর্চা ও ফুকোর নৃবিজ্ঞান চর্চা প্রধানত ভাষাচর্চা, এ কথা মানতেই হয়। লেভিস্ট্রাউস ও ফুকো বিজ্ঞান এবং দর্শনের সীমানা ভেঙ্গে ফেলেছেন। তাঁদের কাজ বিজ্ঞান ও দর্শন, তাঁরা বিজ্ঞানকে দর্শন এবং দর্শনকে নৃবিজ্ঞান করেছেন। নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাঠামোগত কিংবা সম্পর্কগত চিন্তা ঝর্ণার মতো এসেছে। এই আসার দরুন, আবেগগত অভিজ্ঞতার কাঠামো নৃবিজ্ঞানে কাজ করেছে দর্শন ও ইতিহাসের পরিসরে। এ সবই হয়ে উঠেছে এথনোলজিঃ জ্ঞাতি সম্পর্ক, রিচ্যুয়াল ও পৃ-ক্যাপিটলিষ্ট ইকোনমির গবেষণা একই সঙ্গে দর্শন এবং ইতিহাস পাঠের আনন্দ উৎসারিত করেছে। এখান থেকে এক পা বাড়ালেই মার্কসবাদঃ নৃবিজ্ঞানীরা (প্রধানত লেভিস্ট্রাউস এবং ফুকো) মার্কসিষ্ট হয়ে মার্ক্স এবং লেনিন পড়েছেন। সেই পাঠ অবলম্বন করে পরে শিল্পসাহিত্যের আপেক্ষিক অটোনমি বিশ্লেষণ করেছেন, ষ্ট্রাকচারালিষ্ট মার্ক্সিজমের বিজয়ী প্রত্যাবর্তনের আগেই।

---

* পরিচালক, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।
ই-মেইল : csstudies@gmail.com

আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীর তৈরি করেছে। নৃবিজ্ঞান উপকৃত হয়নি দর্শন কিংবা ইতিহাস থেকে। অপর পক্ষে দর্শন কিংবা ইতিহাস পশ্চিমের জ্ঞান থেকে প্রায় সবই ধার করেছে। তার ফলে আমাদের দেশের দর্শন পশ্চিমের দর্শনের অনুসরন করেছে, নিজস্ব দর্শন তৈরি করতে পারেনি। এই না পারাটাই কি কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীর তোলার। ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাবঅল্টার্ন ষ্টাডিজ অরুন আলোর মতো দেখা দিয়ে মনে করে নিলিয়ে গেছে। অথচ সঠিক এথনোলজি অনুসরন করার ফলে ইতিহাস ও দর্শন, কিনসীপ, রিচ্যুয়াল ও প্রাক-পুজিঁবাদী ধ্যান ধারনা ও সমাজ গঠন থেকে উপকার পেত। আমাদের দেশের ছোট ছোট রাজ্যগুলির (যেমন বারো ভূঁইয়াদের রাজ্য) ভিত্তি কোন ধরনের কিনসীপ ছিল, তাদের রিচ্যুয়ালের ভিত্তি কি ছিল, কিংবা পৃক্যাপিটালিষ্ট গঠন কি ছিল এসব জিজ্ঞাসা এথনোলজির পথ ধরে আমাদের ইতহিাস চর্চা ও দর্শন চর্চাকে সমৃদ্ধশালী করতে পারত। হয়তো এ পথেই আমাদের নিজস্ব দর্শন চর্চা ও ইতিহাস চর্চা সূচনা হতে পারত। উচ্চ বর্গে হিন্দু ও মুসলমান বিভক্তি মানা হত, তাদের সন্তান সন্তুতি কোন ধর্ম অনুসরন করতঃ এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই। নিম্ন বর্ণে ভিন্ন হলেও হিন্দু মুসলমান বিবাহ হত, কিংবা অভিজাত ও অনভিজাত বিবাহ কতদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিল। এভাবেই নন-থিওরেটিক্যাল একটি থিওরি তৈরি করা সম্ভব হত সাধারণ অভিজ্ঞতার সামাজিক পৃথিবীর সম্পর্ক থেকে আবার এভাবেই একটি থিওরেটিক্যাল সম্পর্কের থিওরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত।

আবার প্রতীকি কাঠামোগুলি (দর্শন কিংবা ইতিহাসবোধ) কিভাবে তৈরি হয়। আজকের সমাজ কাঠামোর গঠন কি গতকালকার প্রতীকি কাঠামো ? বলা কি যায় প্রতীকি কাঠামোতে তৈরি করে সমাজ কাঠামো (প্রাক-পুজিঁবাদী গঠন কতদূর পর্যন্ত সমাজ কাঠামো এবং প্রতীকি কাঠামো তৈরি করে) পূর্ব বিদ্যামানতা, বাস্তবে অধিকরত শক্তিশালী, সম্ভব্য) বিভাজনের নীতি, এসব বিভাজন ভিশনের নীতি। এটা নিশ্চিত যে, প্রতীকি কাঠামোগুলির গঠন করবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকে (যেমন দর্শন কিংবা রাজনৈতিক তত্ত্ব ইতিহাস তত্ত্বের) ক্ষেত্রে। এই গঠনগুলি নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবেচনার দাবী রাখে।